তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ২ ... ৩ কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

শিক্ষককে কানধরে উঠবস

জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদন দায়সারা ॥ হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কান ধরে উঠবস করানোর ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে

(১৯ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

জেলা প্রশাসনের

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

'দায়সারা' প্রতিবেদন বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। আগামী ৮ জুন এ বিষয়ের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করতে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি) ও নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আগামী ৯ জুন এ বিষয়ে পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষককে কান ধরে উঠবসের ঘটনায় স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে নির্ধারিত তারিখে তা বিস্তারিত হাইকোর্টকে জানাতে হবে। রবিবার আদালতে প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর হাইকোর্টের বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবিরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। শিক্ষকের পক্ষে আদালতে ছিলেন সাবেক অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল এমকে রহমান ও এ্যাডভোকেট মহসিন রশিদ। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু। এ সময় আদালত বলে, ডিসি, এসপি ও ওসির দাখিল করা প্রতিবেদন সুস্পষ্ট নয়, এগুলো দায়সারা গোছের।

আগামী ৮ জুন বিস্তারিত প্রতিবেদন দিতে হবে। আগামী প্রতিবেদনও দায়সারা গোছের হলে হাইকোর্ট থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আইনজীবী মহসিন রশিদ। এদিকে সাবেক অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল এমকে রহমান বলেছেন, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসপি ও ওসিকে ফৌজদারি অপরাধের বিষয়ে, কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে আদালত রুলে জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিবেদনে কোন বিষয়ই উল্লেখ করা হয়নি। বরং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পদক্ষেপগুলোই তারা উল্লেখ করেছেন। তাই এ ধরনের দায়সারা প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আদালত জানিয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু সাংবাদিকদের বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে, তাতে আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ৮ জুন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এর আগে গত ২৫ মে সেলিম ওসমানসহ দোষীদের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেদন ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে জমা দেয় নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন। গত ১৮ মে নারায়ণগঞ্জে স্কুল শিক্ষককে কান ধরে উঠবস করার ঘটনায় স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে রুল জারি করে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এই ঘটনায় কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের ৩ দিনের মধ্যে আদালতকে জানাতে বলা হয়। সাবেক অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল এম কে রহমান ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মহসিন রশিদ পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষকের কান ধরে ওঠবস করার ঘটনায় প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করেন। এরপর আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে।

গত ১৪ মে ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে বিদ্যালয়ের ভেতরে অবরুদ্ধ করে মারধর করা হলে তিনি আহত হন। পরে স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমানের উপস্থিতিতে তাকে কান ধরে ওঠবস করানো হয়।